জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১।'আইয়্যামে জাহেলিয়া' অর্থ কী ?

উত্তর ঃ মহানবি (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবসহ গোটা বিশ্ব মানবতা আল্লাহর বিধান ও নবি-রাসুলগনের আদর্শ ভুলে জঘন্যতম অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল। একে আইয়্যামে জাহেলিয়া বা অজ্ঞাতার যুগ বলে।

২। হিলফুল ফুযুল কী ?

উত্তর ঃ শান্তিসংঘ। মহানবি (সা.) হারবুল ফিজারের রক্তক্ষয়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে ঘৃণাভরে প্রত্যাবর্তন করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কতিপয় যুবককে নিয়ে হিলফুল ফুযুল গঠন করেন।

৩। 'আল-আমিন' শব্দের অর্থ কী ?

উত্তর ঃ আরবি 'আল-আমিন' শব্দের অর্থ 'বিশ্বাসী'।

৪। 'হাজরে আসওয়াদ' অর্থ কী ?

উত্তর ঃ আরবি 'হাজরে আসওয়াদ' অর্থ কালো পাথর।

৫। হারবুল ফিজার কী ?

উত্তর ঃ আরবি হারবুল ফিজার অর্থ অন্যায় সমর বা অন্যায় যুদ্ধ।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১। 'শিশু মুহাম্মদ নিজের জীবনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ শিশু মুহাম্মদ (স.) এর চরিত্রে ইনসাফের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি একা সব দুধ পান করতেন না। তিনি ধাত্রীমাতা হালিমার একটি স্তন পান করতেন এবং অন্যটি তার দুধভাই আবদুল্লাহর জন্য রেখে দিতেন। তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শৈশবকালেই ইনসাফ তথা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করেন।

২। হিলফুল ফুযুলের ইদ্দেশ্য সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ হিলফুল ফুযুলের উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরীপ :

ক. আর্তের সেবা করা, খ. অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা, গ. অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, ঘ. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, ঙ. গোত্রে গোত্রে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা।

৩। মহানবী (স.) কে কেন আল-আমিন বলা হয় ?

উত্তর ঃ মহানবী (স.) ছিলেন বিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক। তিনি কখনো বিশ্বাস ভঙ্গ করেননি। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আচার ব্যবহার, আমানতদারি, সত্যবাদিতা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে আরবরা তাকে আল-আমিন উপাধিতে ভূষিত করে।

৪। হয়রত আবু বকর (রা.) কে কেন 'সিদ্দিক' উপাধিতে ভূষিত করা হয় ? সংক্ষেজে বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মহানবি (স.) এর প্রতিটি কথা ও কাজের প্রতি হযরত আবু বকর (রা.) এর ছিল অগাধ আস্থা ও দৃঢ়বিশ্বাস। তিনি যখন মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করলেন তখন আবু বকর (রা.) নির্দ্বিধায় ও নিঃসকঙ্কোচে তা বিশ্বাস করলেন। এ জন্য মহানবি (স.) তাকে 'সিদ্দিক' (মহা সত্যবাদী) উপাধিতে ভূষিত করেন।

৫। ইমাম বুখারি (র.) কে 'আমিরুল মুমিনুন ফিল হাদিস' উপাধি দেওয়া হয়েছিল কেন ?

উত্তর ঃ ইমাম বুখারি (র.) ছিলেন অগাধ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনি যা শুনতেন তা তার মনে থাকত। চারশত হাদিস বিশারদ তার হাদিস মুখস্থের পরীক্ষা নেন এবং তিনি তাতে অত্যন্ত সফলতার সাথে উত্তীর্ন হন। তখন সবাই তাকে সে যামানার শ্রেষ্ঠ হাদিস বিশারদ হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং এ কারণেই তাকে 'আমিরুল মুমিনুন ফিল হাদিস' (হাদিস বর্ণনায় মুমিনদের নেতা) উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

১.নং প্রশ্নের উত্তর

প্রিন্স একদিন বাংলাবাজারে মানচিত্র কিনতে গেল। তার সাথে তার বন্ধু রোহানও ছিল। সে প্রিন্সকে জিজ্ঞাসা করল, পৃথিবী যে গোলাকার এ মানচিত্র কার রচিত। প্রিন্স বলতে পারল না। পরে রোহান তাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিল। সে এ প্রসঙ্গক্রমে বলল, আল বিরুনি ছিলেন মধ্যযুগীয় শ্রেষ্ঠ মুসলিম পন্ডিত। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেছিলেন যে পৃথিবী গোলাকার।

ক. আল বিরুনির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কোনটি ?

খ. আল বিরুনি বিখ্যাত হয়েছিলেন কেন ?

গ. প্রিন্স কীভাবে ভূগোল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবে তা বর্ণনা কর।

ঘ. রোহান আল রিরুনিকে ভূগোলবিদ হিসেবে কীভাবে মূল্যায়ন করবে ?

উত্তরঃ (ক)

আল বিরুনির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো 'আল-আছারুল বাকিয়্যাহ-আনিল কুরুনিল খারিয়্যাহ'

উত্তরঃ (খ)

তৎকালীন যুগে ভূগোলবিদদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন আর বিরুনি। তার এ অসামান্য খ্যাতির কারণ হলো–

আল বিরুনি ছিলেন মধ্যযুগীয় শ্রেষ্ঠ মুসলিম পন্ডিত। তিনি অত্যন্ত মৌলিক ও গভীল চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। তিনি ভূগোলের অক্ষরেখার পরিমাপ নির্ণয় করেন। তিনি ই প্রথম প্রমিাণ করেন যে পৃথিবী গোলাকার।

উত্তরঃ (গ)

নবশ শ্রেণিসহ অন্যান্য শ্রেণির ভূগোল বিষয়ের পাঠ্যবই পড়ে রোহান ভূগোল বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে। বিভিন্ন পাবলিক লাইব্রেরি অথবা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে গিয়ে প্রিন্স এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে। ভূগোলশাস্ত্র ভূগোলবিদদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই তাদের জীবনী পাঠ করার মাধ্যমে প্রিন্স ভূগোল বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করতে পারে। বিভিন্ন ভূগোল গবেষণা কেন্দ্রে গিয়ে সে গবেষণা কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করতে পারে। এর মাধ্যমে সে ভূগোলশাস্ত্রের ধারণা লাভ করতে পারবে। বিভিন্ন গবেষণা সারণি চিত্র ও বিভিন্ন দেশের মানচিত্র অনেক স্থানে সংরক্ষিত আছে। প্রিন্স আগ্রহী হলে সেগুলো থেকে ভূগোলাস্ত্রের ওপর শিক্ষা লাভ করতে পারে।

উত্তরঃ (ঘ)

রোহান আল বিরুনি ভূগোলশাস্ত্র হিসেবে যেভাবে মূল্যায়ন করবে তা নিচে আলোচনা করা হলো–

আল বিরুনি ছিলেন মধ্যযুগীয় শ্রেষ্ঠ মুসলিম পন্ডিত, মহাজ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান গবেষক। তিনি ভূগোলশাস্ত্র সম্পর্কে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-আছরুল বাকিয়্যাহ-আনিল কুরুনিল খালিয়্যাহ' রচনা করেন। এটাকে ভুবিজ্ঞানের ভিত্তি বলা যায়। আল বিরুনি প্রথম ভূগোল অক্ষরেখার পরিমাপ নির্ণয় করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীর গোলাকার মানচিত্র তার রচিত। তিনি ভূ-বিজ্ঞান নিখুঁতের ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আল বিরুনির মানচিত্র অঙ্কন, অক্ষরেখার পরিমাপ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণালব্ধ জ্ঞানই পরবর্তী ভূগোলবিদদের জন্য দিশারি হিসেবে কাজ করে। তিনি ভূগোল ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে সঠিক মতামতের জন্য যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি ভূগোলবিদদের মধ্যে নিরপেক্ষ বিশ্লেষক ছিলেন।

অবশেষে বলা যায়, ভূগোরবিদ হিসেবে আল বিরুনি মানব ইতিহাসে স্বরণীয় হয়ে আছেন।

২.নং প্রশ্নের উত্তর

নাজিম বাল্যকালে পিতা-মাতাকে হারিয়ে মামার গৃহে আশ্রয় নেয়। মামার গৃহে অবস্থানকালে সে মামাতো ভাইবোনদের কোনোভাবে কষ্ট দেয় না। মামী কখনো কোনো কিছু মামাতো ভাইবোনদের নিয়ে ভাগ করে খেতে দিলে সে নিজের সমান অংশ অন্যদের খেতে দেয়। তার মধ্যে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব দৃঢ় করতে মামা উৎসাহ দিয়ে বলেন, একজন মুসলিম যদি কোনো বিপন্ন মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে যায়, তাহলে মুসলিম জাহানের অশান্তি দূর হতে পারে। (আন্তঃশিক্ষা বোর্ড প্রণীত প্রাক-নির্বাচনি পরীক্ষা ২০১০)

(ক) মহানবী (স) কোন গুণটি সর্বকালের যুবকদের জন্য আদর্শ?

(খ) আরবরা কেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আল-আমীন উপাধি দেয়?

(গ) নাজিমের আচরণে শিশু মুহাম্মদ (স)-এর কোন চারিত্রিক গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) মুসলিম জাহানের শান্তি প্রতিষ্ঠায় নাজিমের মামার বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

উত্তরঃ (ক)

হযরত খাদীজা (রা)-এর ব্যবসায় পরিচালনায় হযরত মুহাম্মদ (স) সততার যে নযীর স্থাপন করেছেন তা সর্বকালের যুবকদের জন্য আদর্শ।

উত্তরঃ (খ)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আল-আমীন উপাধি দেওয়ার কারণ :

মহানবী হযরত মহাম্মদ (স) আচার-আচরণে ছিলেন অমায়িক।

মহানবী (স)-এর আচার-ব্যবহার, আমানতদারী, সত্যবাদিতা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে আরবরা তাঁকে উপাধি দেয় 'আল আমীন'। আল আমীন মানে বিশ্বাসী।

উত্তরঃ (গ)

নাজিমের আচরণে শিশু মুহাম্মদ (স)-এর যে চারিত্রিক গুণটি প্রকাশ পেয়েছে : নাজিমের আচরণে শিশু হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য ইনসাফ-এর অনুপম দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হয়েছে।

নাজিম বাল্যকালে বাবা-মাকে হারিয়ে মামার গৃহে আশ্রয় নেয়। মামার ঘরে অবস্থানকালে সে মামাত ভাই-বোনদের কোনোভাবেই কষ্ট দেয় না। মামী কখনোও কোনোকিছু মামাতো ভাই-বোনদের নিয়ে ভাগ করে খেতে দিলে সে নিজের সমান অংশ অন্যদের খেতে দেয়। ভাই বোনদের সমান দৃষ্টিতে দেখা ও ন্যায়নিষ্ঠভাবে তা বণ্টন করে দেয়ায় রাসথলুল্লাহ (স)-এর ন্যায়বিচারের গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।
আমাদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আমরা যদি ন্যায়নীতির
অনুশীলন করতে পারি তাহলেই শান্তিময় সমাজ গঠন সম্ভব।

উত্তরঃ (ঘ)

মুসলিম জাহানের শান্তি প্রতিষ্ঠায় নাজিমের মামার বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন : মুসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। সকল মুসলমান মিলে এক অখন্ড ভ্রাতৃসংঘ। তারা একজন অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।
বিপদে আপদে একজন অপরজনকে সাহায্য করবে, শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করবে, তার মান-সম্মান এবং জান-মাল রক্ষা করবে, এটাই ইসলামের নির্দেশ।
নাজিমের মামা মুসলিম ভ্রাতৃত্ব দৃঢ় করতে নাজিমকে যে উৎসাহ প্রদান করেছেন তার মাধ্যমে মুসলিম জাহানে অশান্তি দূর হতে পারে। মহানবী (স) বলেছেন -
অর্থাৎ, "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার ওপর যুলম করতে পারে, আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পথরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন।" আল্লাহ বলেছেন,
অর্থাৎ "তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়িয়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" মহানবী (স) অন্যত্র বলেছেন, "ঈমানদারগণ পরস্পরের প্রতি দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো। দেহের কোনো একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে পূর্ণদেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে।"
সুতরাং বলা যায়, ন্যায়-নীতি সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় নাজিমের মামার বক্তব্য যথার্থ।

৩.নং প্রশ্নের উত্তর

জনাব আমীর সাহেব একজন দায়িত্ব সচেতন চেয়ারম্যান। বিভিন্ন সরকারি সাহায্য যথাযথভাবে বিতরণের জন্য গভীর রাতে ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধানের মাধ্যমে তালিকা তৈরির চেষ্টা করেন। এছাড়া শালিশীবিচারে আপন-পর না ভেবে ন্যায়বিচারের চেষ্টা করেন এবং পাশাপাশি মহান আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলেন।
(ক) ইসলামের প্রথম খলিফার নাম কী?
(খ) ন্যায়বিচার বলতে কী বোঝায়?
(গ) চেয়ারম্যান সাহেব কোন খলিফার আদর্শের অনুসরণে দায়িত্ব
পালনের চেষ্টা করেছেন? কীভাবে? বর্ণনা কর।
(ঘ) আমীর সাহেবের কর্মকান্ড ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ কর।

উত্তরঃ (ক)

ইসলামের প্রথম খলিফার নাম : ইসলামের প্রথম খলিফার নাম হযরত আবূ বকর (রা)।

উত্তরঃ (খ)

ন্যায়বিচার : ইসলামি শরীআতের পরিভাষায় সমাজে যার যা প্রাপ্য তা প্রদান করাকে আদল বা ন্যায়বিচার বলে। ন্যায়বিচার একটি মহৎ গুণ। পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুশাসন ব্যবস্থার মূলভিত্তি হচ্ছে ন্যায়বিচার বা আদল।

উত্তরঃ (গ)

চেয়ারম্যান সাহেব যে খলিফার আদর্শের অনুসরণে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছেন : জনাব আমীর আলী সাহেব একজন দায়িত্বশীল চেয়ারম্যান। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রা)-এর চরিত্র অনুসরণে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছেন। হযরত উমার (রা) জনগণের দুঃখ-কষ্ট অবহিত হওয়ার জন্য গভীর রাতে মহল য় মহল্লয় ঘুরে বেড়াতেন। ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনে তিনি নিজের কাঁধে আটার বস্থা বহন করে নিয়ে যান তাদের তাঁবুতে। অনুরূপভাবে উদ্দীপকের চরিত্র জনাব আমীর আলী বিভিন্ন সরকারি সাহায্য যথাযথভাবে বিতরণের জন্য গভীর রাতে ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধানের মাধ্যমে তালিকা তৈরির চেষ্টা করেন।
হযরত উমার (রা) ছিলেন ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক। তিনি তার নিজের ছেলেকে মদ্যপানের অপরাধে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। হযরত উমার (রা) যথারীতি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতেন। অনুরূপভাবে জনাব আমীর আলী শালিশী-বিচারে আপন-পর না ভেবে ন্যায়বিচারের চেষ্টা করেন এবং পাশাপাশি মহান আল্লাহ আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন।

উত্তরঃ (ঘ)

আমীর সাহেবের কর্মকান্ড ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ : উদ্দীপকের চরিত্র জনাব আমীর আলী সাহেব একজন দায়িত্ব সচেতন চেয়ারম্যান।

তার চরিত্রে জনসেবা, ন্যায়বিচার ও আল্লাহভীতির দৃষ্টান্ত লক্ষ করি। যা ইসলামি আদর্শের দৃষ্টান্ত বহন করে।

ইসলামে জনসেবা ও ন্যায়বিচারের প্রতি সমধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জনাব আমীর আলীর চরিত্রে আমার এরই প্রতিফলন দেখতে পাই। তিনি আল্লাহর ভয়ে নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন।

ইসলামের সুমহান আদর্শে তিনি দীপ্তিমান। তার চরিত্রে আমরা প্রজাবাৎসল্যের নযীর খুঁজে পাই।

ইসলাম ন্যায়বিচারের প্রতি তাকিদ দিয়েছে। জনাব আমীর আলীর চরিত্রে আমার এরই প্রতিফলন দেখতে পাই। আল্লাহভীতি তাকে ইসলামের সুমহান আদর্শে উজ্জীবীত করেছে। তাকওয়া আমীর আলীকে একজন সৎ, চরিত্রবান এবং একজন সত্যিকার জনসেবকে পরিণত করেছে। যা তাকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ দান করবে।

৪.নং প্রশ্নের উত্তর

ফাতেমা ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষকের আলোচনা থেকে জেনেছে যে, একজন মুসলিম মনীষীর রচিত গ্রন্থের নামানুসারে ইউরোপীয়রা 'আলজেবরা' নামকরণ করে। সে আরো জেনেছে যে, জনৈক মুসলিম মনীষী পৃথিবীকে সপ্ত মন্ডলে বিভাজন করে দেখিয়েছেন। ঐ সূত্র ধরেই ভূগোলবিদগণ আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারে পৃথিবীকে সাতটি মহাদেশে বিভক্ত করেন। মুসলিম মনীষীর রচিত গ্রন্থকে খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাইবেল বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাতে ফাতেমার ধারণা জন্মে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির মূলে রয়েছে মুসলমানদের অনন্য অবদান।

(ক) ইসলামের মূলমন্ত্র কী?

(খ) আল-বিরুণীর রচিত গ্রন্থ 'আল-কানুন আল্ মাসউদী'কে কেন
অংক শাস্ত্রের বিশ্বকোষ বলা হয়?

(গ) ফাতেমা প্রথমে যে মুসলিম মনীষীর কথা জেনেছে, গণিত শাস্ত্রে তাঁর অবদান ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সর্বশেষ দুজন মুসলিম মনীষীর অবদানের আলোকে ফাতেমার ধারণার সত্যতা নিরূপণ কর।

উত্তরঃ (ক)

ইসলামের মূলমন্ত্র : ইসলামের মূলমন্ত্র মানবকল্যান সাধন।

উত্তরঃ (খ)

'আল-কানুন আল মাসউদী'কে অঙ্ক শাস্কের বিশ্বকোষ বলার কারণ :

প্রশ্নে উ্থিখিত গ্রন্থকে অঙ্ক শাস্ত্রের বিশ্বকোষ বলার কারণ হল- এতে জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, ক্যালকুলাসসহ গণিতের সকল শাখার প্রত্যেকটি বিষয়ের সূক্ষ্ণ ও জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান এবং পৃথিবীর পরিমাপ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন আজও তা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

উত্তরঃ (গ)

গণিত শাস্ত্রে আল খারিযমীর অবদান : বীজগণিতের সর্বপ্রথম
আবিষ্কারক হলেন আল খারিয্মী। তার রচিত 'হিসাব আল-জাব্র ওয়াল মুকাবালাহ' গ্রন্থের নামানুসারেই ইউরোপীয়রা বীজগণিতকে 'আলজেবরা' নামে নামকরণ করে। তিনি এ গ্রন্থে আট শতাধিক বিভিন্ন রকম উদাহরণ তুলে ধরেন এবং সমীকরণের সমাধানকল্পে তিনি ছয়টি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। পাটিগণিত বিষয়েও তিনি একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বর্তমান ইউরোপসহ সমগ্র বিশ্বে আজ যে উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছে বিশেষতঃ গণিত বিষয়ে তার মূলে রয়েছে আল খারিযমীর অমূল্য অবদান। কারণ সেই দ্বাদশ শতাব্দীতেই তার রচিত গ্রন্থসমূহ ল্যাটিন ভাষাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভাষায় অনূদিত হয়ে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পঠিত হয়ে আসছে।

আল খারিযমীর এ অবদানকে অস্বীকার করে কোনোভাবেই গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস রচিত হতে পারে না।

উত্তরঃ (ঘ)

দুজন মুসলিম মনীষীর অবদানের আলোকে ফাতেমার ধারণার সত্যতা নিরূপণ : প্রশ্নে বর্ণিত সর্বশেষ দুজন মনীষী বলতে আল খারিযমী ও ইবনে সীনার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে আল খারিযমী গ্রীক ভূগোলবিদ টলেমির একটি গ্রন্থ অনুবাদ করে সাথে একটি মানচিত্রও সংযোজন করেছেন এবং তিনিই পৃথিবীকে সপ্তমন্ডলে ভাগ দেন, যার সূত্র ধরেই পৃথিবীকেই সাতটি মহাদেশে

ভাগ করা হয়। প্রখ্যাত দার্শনিক ও বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ইবনে সীনা একই সাথে চিকিৎসা শাস্ত্র ও চিকিৎসা প্রণালী এবং শল্য চিকিৎসারও পথিকৃৎ । তার রচিত শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে 'কানুন ফিত্তিব্ব' নামক গ্রন্থটিকে চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইবেল বলা হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, ফাতেমার ধারণাই সঠিক ও যথাযথ। কারণ উক্ত দুজন মনীষীকে বাদ দিয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস কখনও পূর্ণতা পাবে না।

প্র্যাকটিস অংশ: সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১. বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে কিছু দুষ্ট ছেলে রফিকের বোনকে উত্ত্যক্ত
করে। রফিক জানতে পারে যে, দুষ্ট ছেলেরা একই বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির ছাত্র। সে প্রধান শিক্ষকের নিকট বিষয়টি জানায় এবং তাঁর সাহায্য চায়। প্রধান শিক্ষক তাকে বলেন, "আইয়্যামে জাহিলিয়াতের সময়ে আরব সমাজে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বিশেষ করে নারী নির্যাতন চরমভাবে দেখা দেয়। এখন আমাদের সমাজে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং শালীনতার অভাবে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে।" রফিক বলল, "স্যার, আমরা এখন কী করব?" তিনি বললেন, "আমাদের রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ অনুসরণের বিকল্প নেই।"

(ক) 'আইয়্যামে জাহিলিয়াত'-এর অর্থ কী?

(খ) শালীনতার অভাব বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

(গ) প্রধান শিক্ষক আর কীভাবে রফিককে সাহায্য করতে পারতেন?

(ঘ) "আমাদের রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শ অনুসরণের বিকল্প নেই" - বিশ্লেষণ কর।

২. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ আল্লাহর বিধান ও নবী-রাসূলের আদর্শ ভুলে সর্বপ্রকার জঘন্যতম অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের আচার-আচরণ ছিল
মানবতাবিরোধী। এসময়ে মানুষের জানমাল, ইজ্জত-আবরুর কোনো নিরাপত্তা ছিল না। শান্তিশৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা বলতে কিছু ছিল না। অশান্ত আরবে শান্তি ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে কিশোর বয়সে মুহাম্মদ (স) গঠন করেন শান্তিসংঘ হিলফুল ফুযুল। বিশ্ববাসীর কাছে সংগঠন আজও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

(ক) আইয়্যামে জাহেলিয়া কী?

(খ) মুহাম্মদ (স) হিলফুল ফুযুল গঠন করেছিলেন কেন?

(গ) হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাল্যজীবন থেকে আমরা কী শিক্ষালাভ করি?

(ঘ) প্রাক ইসলামি যুগের আরবের সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ কর।

৩. মাসুম ও মহসিন হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছিল। মাসুম হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবকালীন আরবের অবস্থা বর্ণনা করে তাঁর শৈশব সম্পর্কে আলোচনা করল। মহসিন মুহাম্মদ (স)-এর বিবাহ ও নবুয়াত লাভের ঘটনাটি বর্ণনা করল। আলোচনা শেষে তারা একমত হল যে, মুহাম্মদ (স) ছিলেন সমগ্র মানবজাতির আদর্শ। আমরা তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করব।

(ক) হযরত মুহাম্মদ (স) কখন জন্মগ্রহণ করেন?

(খ) মুহাম্মদ (স)-এর জন্মের সময় আরবের অবস্থা কেমন ছিল?
তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

(গ) মুহাম্মদ (স)-এর শৈশব মাসুম ও মহসীনের জীবনে কীরূপ প্রভাব ফেলবে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "মুহাম্মদ (স) সমগ্র মানবজাতির আদর্শ।" - উক্তিটির তাৎপর্য মূল্যায়ন কর।

৪. ধর্মীয় শিক্ষা ক্লাসে আজিজ স্যার বললেন, নবুয়্যাতপ্রাপ্তির পর মুহাম্মদ (স) প্রথমে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দেন। প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে শুরুরু করলে তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের ওপর চলে নানারকম অত্যাচার-নির্যাতন। মক্কার কাফিরদের সীমাহীন অত্যাচার এবং তায়িফবাসীদের দুর্ব্যবহারে মহানবী (স) যখন দারুণ মর্মাহত ও ব্যথিত তখন আল্লাহ তাঁকে মিরাজের সম্মান দান করেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি আল্লাহর আদেশে মদিনায় হিজরত করেন।

(ক) মিরাজ কী?

(খ) মহানবী (স) মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেছিলেন কেন?

(গ) মহানবী (স)-এর মদিনায় হিজরতের ঘটনা থেকে আমরা কী
শিক্ষালাভ করতে পারি? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "মিরাজ মহানবী (স)-এর জীবনে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা"- উক্তিটির যথার্থতা যাচাই কর।

৫. হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলিতে আরবরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি যে যুবসংঘ গঠন করেছিলেন তার কাছে আজকের জাতিসংঘ অনেকাংশে ঋণী। সমাজে শান্তিশৃ খলা প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা

প্রশংসনীয়। তিনি ছিলেন প্রতিবেশী ও দীন-দুঃখীদের দরদি বন্ধু। তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ ও শিক্ষা প্রতিটি যুগ ও শতাব্দীর মানুষের জন্য মুক্তির দিশারি হিসেবে পথ দেখাবে।
(ক) মহানবী (স) যে যুবসংঘ গঠন করেছিলেন তার নাম কী?
(খ) মহানবী (স)-এর চারিত্রিক গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে আরবরা তাঁকে কী উপাধি দিয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।
(গ) সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (স) কীরূপ ভূমিকা পালন করেন?
(ঘ) "মহানবী (স) প্রতিবেশী এবং দীন-দুঃখীদের দরদি বন্ধু ছিলেন।"- উক্তিটির যথার্থতা যাচাই কর।
৬. রাজিয়া ও সালেহা দুই বান্ধবী। তারা হযরত খাদিজা (রা) কে নিয়ে আলোচনা করছিল। রাজিয়া বলল হযরত খাদিজা (রা) নারী জাতির গৌরব। তিনি হযরত মোহাম্মদ (স) এর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং নিজের সব ধন সম্পদ স্বামীর জন্য উৎসর্গ করেন। প্রত্যেক নারীর উচিত হযরত খাদিজা (রা) এর আদর্শ অনুসরণ করা। [প্রা, নি, '০৯]
(ক) ইসলাম গ্রহণকারী নারীদের মধ্যে হযরত খাদিজা (রা.) এর
স্থান কততম?
(খ) হযরত খাদিজা মহানবী (স) এর সাথে নিজের বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন কেন?
(গ) রাজিয়া ও সালেহা কীভাবে তাদের জীবনে হযরত খাদিজা (রা) এর আদর্শ বাস্তবায়ন করবে ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) হযরত খাদিজা (রা)-এর জীবন চরিত মূল্যায়ন কর।
৭. মাহমুদা ও রাবেয়া দুজনেই সুন্দর চরিত্রের অধিকারিণী। তারা হযরত খাদিজা (রা)-এর জীবনী নিয়ে কথা বলছিল। মাহমুদা বলল, হযরত খাদিজা (রা) ছিলেন শিক্ষিতা ও সম্পদশালিনী। মহানবী (স)-এর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ মহীয়সী নারী ইসলামের সেবায় তাঁর সকল সম্পদ নবী (স)-এর খিদমতে উৎসর্গ করেন। রাবেয়া বলল, আমরা হযরত খাদিজা (রা)- এর অনুপম চরিত্র ও মহান ত্যাগের আদর্শ অনুসরণ করব।
(ক) হযরত খাদিজা (রা)-এর উপাধি কী ছিল?
(খ) বিবি খাদিজা (রা) মহানবী (স)-এর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব
পাঠিয়েছিলেন কেন?
(গ) মাহমুদা ও রাবেয়া বিবি খাদিজা (রা)-এর জীবনাদর্শ কীভাবে অনুসরণ করবে? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) বিবি খাদিজা (রা)-এর জীবন চরিত্র মথল্যায়ন কর।
৮. আবুল হোসেন সত্যবাদী ও আমানতদার বলে গ্রামের মানুষ তার কাছে টাকা-পয়সা আমানত রাখে। যেকোনো সময়ে প্রয়োজনে টাকা চাইলেই তিনি দিয়ে দেন। এ কারণে তার অনেক সুনাম। এক ব্যক্তি আবুল হোসেনকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি এ সততা ও আমানতদারি কোথা থেকে শিখলেন? তিনি উত্তর দেন, আমি মহানবী (স)-এর জীবন থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করেছি। তাঁর শত্রুরাও তাঁকে আল-আমীন বলে ডাকতেন।
(ক) আল-আমীন অর্থ কী?
(খ) গ্রামের লোকেরা কেন আবুল হোসেনের কাছে টাকা-পয়সা আমানত রাখতেন?
(গ) মহানবী (স)-এর আল-আমীন উপাধি আবুল হোসেনের জীবনে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে? বর্ণনা কর।
(ঘ) আবুল হোসেনের সত্যবাদিতা ও আমানতদারি বিষয়টি মূল্যায়ন কর।
৯. সবজি পাড়া ও ঘোষপাড়ার যুবকদের মধ্যে তুচ্ছ একটা ঘটনাকে
কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে হাতাহাতি। দু'তিন দিন পর শুরু রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। একজনের মৃত্যুসহ আহত হয় অনেকে। থানা-পুলিশ করেও লাভ হয়নি। তুষের আগুনের মতো ভিতরে ভিতরে পুনরায় সংঘর্ষের গন্ধপান হেতমা খা মসজিদের ইমাম সাহেব। উভয় পাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি হিলফুল ফুজুল সংগঠনের ভূমিকা তুলে ধরলে সবাই শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে ইমাম সাহেবের কথা মেনে নেন। উভয় পাড়ার সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে তিনি ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় 'শান্তি সংঘ' সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে দেন। সারা শহরে একটি আদর্শ হিসেবে কাজ করছে।
(ক) ফিজার যুদ্ধ কয় বছর স্থায়ী হয়েছিল?
(খ) আজকের জাতিসংঘ, হিলফুল ফুজুলের কাছে অনেকাংশে ঋণী কেন?
(গ) উভয় পাড়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স) হিলফুল ফুজুল কী প্রভাব ফেলে?
(ঘ) 'শান্তি সংঘ' সংগঠনের সাথে হিলফুল ফুজুলের প্রেক্ষাপটের গভীর মিল লক্ষণীয়' - বিশ্লেষণ করো।
১০. সাদ ও সানী দুই বন্ধু। তারা একদিন ওয়াজ শুনতে গেল। প্রধান

বক্তা মহানবি (স)-এর আবির্ভাবকালীন আরবের অবস্থা, তার শৈশব কৈশোর কাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আলোচনা শুনে তারাও একমত হলো যে, ‘মুহাম্মদ (স) ছিলেন সমগ্র মানব জাতির আদর্শ।’ আমরা সকলক্ষেত্রে তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করব।

(ক) আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থ কী?

(খ) আইয়ামে জাহেলিয়ার পরিচয় দাও।

(গ) মহানবি (স)-এর শৈশব ও কৈশোরকাল সাদ ও সানীর জীবনে কীরূপ প্রভাব ফেলবে? আলোচনা করো।

(ঘ) ‘হযরত মুহাম্মদ (স) সমগ্র মানব জাতির জন্য আদর্শ’ উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

১১. আবীর দশম শ্রেণির ছাত্র। তার মহল্লায় অন্যায় প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সংস্থা গড়ে তুলল। সে নিজেও ঐ সংস্থার সদস্য।

(ক) মহানবি (স) কত বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন?

(খ) উন্নত সমাজ গঠনে তরুনদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

(গ) আবীরের কাজটির সাথে মহানবি (স)-এর জীবনের কোন কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) আবীরের কাজটি অনুসরণকরে গোটা সমাজ কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব?

১২. মাওলানা আব্দুর রহমান একজন বিখ্যাত আলেম। তিনি রাসূল (স) এর হিজরত সম্পর্কে বলতে গিয়ে সকলকে উদ্দেশ্যে করে বলেন যে, মক্কায় কুরাইশদের চরম বিরোধিতার কারণে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাধাগ্রস্থ হয়। তখন মুহাম্মদ (স) আল্লাহর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি ৬২২ খ্রি: ২৪ শে সেপ্টেম্বর হিজরত করে মদীনায় পৌছেন। হিজরত মহানবি (স) এর জীবনে একটি বেদনাদায়ক অধ্যায় তিনি মিরাজে আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হলেন। এরপর মক্কা বিজয়ের পর নিজ ভূমিতে ফিরে আসেন।

(ক) হিজরত কী?

(খ) হিজরত ও মিরাজের মধ্যে পার্থক্য কী?

(গ) মাওলানা আব্দুর রহমান মহানবি (স) এর হিজরতের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কি ব্যাখ্যা করেন?

(ঘ) ইসলামের ইতিহাসে হিজরতের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

১৩. ফাহিম দশম শ্রেণির একজন ছাত্র। তার মহল্লায় চুরি, ডাকাতি ছিনতাই, মারামারি, সন্ত্রাস, রাহাজানি ইত্যাদি ঘটনা অহরহ ঘটছে। এসব সমস্যা দূর করার জন্য মহল্লায় বেশকিছু তরুণ মিলে একটি যুব সংঘ গঠন করে। ফাহিম সেই সংঘের একজন কর্মী।

(ক) মহানবি (স) কর্তৃক গঠিত যুব সংঘটির নাম কী?

(খ) ফাহিম ও তরুনরা মিলে কেন যুব সংঘ গড়ে তুলেছে?

(গ) ফাহিম যুব সংঘের কর্মী হওয়ার ফলে কীভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পাচ্ছে? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) “আধুনিক বিশ্বের বর্তমান জাতিসংঘ অনেকাংশেই মহানবি (স) কর্তৃক গঠিত যুব সয়ঘের কাছে ঋণী।” - উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

১৪. শহরের লিচু বাগান এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য সাধারণ মানুষের জীবনযাপন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। দশম শ্রেণির ইমরাউল
এলাকার যুবকদের নিয়ে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোদের জন্য একটি যুব সংঘ গড়ে তোলে। আহবায়কের বক্তব্যে সে বলে, এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতেই মহানবি (স) “হিলফুল ফুজুল” নামে পৃথিবীর প্রথম শান্তিঙ সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। আমাদের মহানবি (স) এর আদর্শ অনুসরণের বিকল্প নেই।

(ক) ‘আইয়ামে জাহেলিয়া’ এর অর্থ কী?

(খ) ‘হিলফুল ফুজুল’ বলতে কী বোঝ?

(গ) ‘হিলফুল ফুজুল’ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ইমরাউল কীভাবে সমাজকে সুন্দর করবে?

(ঘ) ইমরাউলের শেষ উক্তিটি বিশ্লেষণ করো?

১৫. রাশেদ নবম শ্রেণির ছাত্র। তার মহল্লায় চুরি, ছিনতাই, মারামারি, গন্ডগোল ইত্যাদি ঘটনা অহরহ ঘটছে। এসব সমস্যা দূর করার জন্য মহল্লায় বেশকিছু তরুণ মিলে রাসূল (স)-এর হিলফুল ফুজুল সংগঠনের অনুকরণে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে। রাশেদ সেই সংগঠনের একজন কর্মী।

(ক) হিলফুল ফুজুল কী?

(খ) হযরত মুহাম্মদ (স) এর আবির্ভাবকালীন সময়কে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয় কেন?

(গ) রাশেদ সংগঠনের কর্মী হওয়ার ফলে সে কীভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পাচ্ছে? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) "সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের ক্ষেত্রে হিলফুল ফুজুল-এর মতো সংগঠনের প্রয়োজন" - কথাটি ব্যাখ্যা করো।

১৬. শান্তি প্রতিষ্ঠায় জন্য কয়েকজন সমমনা বন্ধুকে নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলল। সে নিজেও ঐ সংগঠনের একজন সদস্য। তারা মডেল হিসেবে হিলফুল ফুজুলকে অনুসরণ করা শুরু করে।

(ক) হিলফুল ফুজুল কী?

(খ) উন্নত সমাজ গঠনে তরুণদের কেন অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে?

(গ) আবু বকর সংগঠনের সদস্য হওয়ার কীভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পাচ্ছে?

(ঘ) "আবু বকর-এর পদ্ধতি অনুসরণ করে গোটা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব"- মূল্যায়ন করো।

১৭. শিক্ষক আলমগীর সাহেব তাঁর দশম শ্রেণীর ক্লাসে বলছিলেন, "দেখ, হযরত আবু বকর (রা) নবী মুহাম্মদ (স)-এর ওপর ঈমান আনার পর অসাধারণ হয়ে গেলেন। একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করলেন, "স্যার, কীভাবে?" তিনি বললেন, রাসূল (স) কর্তৃক তিনি সিদ্দিক উপাধি পেয়েছেন। আবু বকর (রা) সম্পর্কে মহানবী (স) বলেছেন, "আমি সকলের উপকারের প্রতিদান দিয়ে যেতে পারলাম কিন্তু আবু বকরের প্রতিদান আমি দিয়ে যেতে পারলাম না।" পরবর্তীতে খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা) আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন।

(ক) ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা) কততম ছিলেন?

(খ) হযরত আবু বকর (রা)-কে সিদ্দিক বলা হয় কেন?

(গ) হযরত আবু বকর (রা)-এর জীবন থেকে একজন রাষ্ট্রনায়ক কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) হযরত আবু বকর (রা)-এর অবদান মূল্যায়ন কর।

১৮. আজাদ তার বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিল। আড্ডায় তাদের আলোচনার বিষয় ছিল হযরত আবু বকর (রা)-এর জীবনাদর্শ। আজাদের বন্ধু মঈন আলোচনার এক পর্যায়ে বলল, হযরত আবু বকর (রা) ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন স্বল্পভাষী, সাহসী, ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। ঈমানের দৃঢ়তা, কঠিন সংযম ও ন্যায়পরায়ণতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আজাদ বলল, হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম। ইসলামের সেবায় তাঁর অবদান অসামান্য। তাই মুসলিম বিশ্ব তাঁকে ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবেই জানে।

(ক) হযরত আবু বকর (রা)-এর উপাধি কী ছিল?

(খ) হযরত আবু বকর (রা)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

(গ) "হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম" - বিষয়টি তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

(ঘ) হযরত আবু বকর (রা)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ মূল্যায়ন কর।

১৯. হযরত আবু বকর (রা) কেমন ছিলেন। নাবিলের এমন প্রশ্নের জবাবে তার পিতা বলেন, তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, সাহসী, ধৈর্য্যশীল, বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। সততা, বদান্যতায় ছিলেন তিনি অতুলনীয়, দুঃস্থ ও আর্তমানবতার সেবায় ছিলেন উৎসর্গ প্রাণ। তিনি রাসুল (স)-এর সঙ্গে ছায়ার মতো সার্বক্ষণিক থাকতেন। মহানবি (স) তাকে সিদ্দিক উপাধি প্রদান করেন।

(ক) হযরত আবু বকর (রা) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

(খ) কাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় এবং কেন?

(গ) হযরত আবু বকর (রা)-এর জীবনী থেকে শিক্ষা নিয়ে তুমি দুঃস্থ ও আর্তমানবতার সেবা কীভাবে করবে?

(ঘ) 'খলিফা হিসেবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অবদানে হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন অতুলনীয়।' ব্যাখ্যা করো।

২১. "আর গোপনে নয়, এখন থেকে কাবাঘরে প্রকাশ্যে নামায আদায় করব।" তাঁর শাসনামলে মসজিদে খুতবা দেওয়ার সময় একজন অভিযোগ করল- "বায়তুল মাল থেকে প্রাপ্ত কাপড় দিয়ে কারও পুরো জামা হয় নি অথচ আমিরুল মুমিনের গায়ে একটি পুরো জামা হয়েছে কীভাবে?" হযরত উমার (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ জবাব দিলেন- "আমি আমার অংশটুকু আব্বাকে দিয়েছি। ফলে তাঁর জামা তৈরি হয়েছে।"

(ক) হযরত উমার (রা) কে ছিলেন?

(খ) হযরত উমার (রা)-এর কাবাঘরে নামায আদায় করার প্রকাশ্য ঘোষণাটি কেমন - ব্যাখ্যা কর।

(গ) হযরত উমার (রা)-এর বায়তুল মালের কাপড়ের ঘটনা থেকে আমরা কী শিক্ষালাভ করতে পারি?

(ঘ) "শাসক হিসেবে হযরত উমার (রা)-এর জবাবদিহিতার দৃষ্টান্ত বিরল"- মূল্যায়ন কর।

২২. খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলিফা ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)। তাঁকে বলা হতো ইসলামের ত্রাণকর্তা। হযরত উমার (রা) ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা। হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁকে ফারুক উপাধি প্রদান করেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক। তিনি রাতের আঁধারে প্রজাদের সুখ-দুঃখ ঘুরে ঘুরে দেখতেন। তিনি ছিলেন আইনের শাসক এবং সাম্য ও মানবতাবোধের এক মহান আদর্শ।

(ক) ফারুক অর্থ কী?
(খ) হযরত আবু বকর (রা)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
(গ) আইনের শাসন ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য একজন রাষ্ট্রনায়ক হযরত উমার (রা) থেকে কী শিক্ষালাভ করতে পারে আলোচনা কর।
(ঘ) হযরত উমার (রা) অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
২৩. হযরত উমার (রা) বর্ণনা করেন, আমি একদিন মন্দিরে ছিলাম মুশরিকরা প্রতিমার নামে বলি দিয়েছিল। হঠাৎ প্রতিমার পেট থেকে একটা আওয়াজ বের হলো "হে মানুষ! একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। একজন বিশুদ্ধ আরবিভাষী ঘোষণা করেছে, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই।" মানুষ এ আওয়াজ শুনে ভয়ে পালাল, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। দ্বিতীয়বার আমি একই কথা শুনলাম। এই ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি ইসলাম কবুল করার পর আল্লাহর ওহী আসে "হে নবী! আপনার জন্য খোদ আল্লাহ এবং অনুগত মুমিনগণই যথেষ্ট।" [প্রা. নি. প. '০৯]
(ক) হযরত উমার (রা) ইসলামের কততম খলিফা ছিলেন?
(খ) মহানবী (স) কেন হযরত উমারকে (রা) ফারুক উপাধিতে ভূষিত করেন?
(গ) হযরত উমার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ কী? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) "হযরত উমার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে ইসলাম আরো শক্তিশালী হয়।" - বিশ্লেষণ কর।
২৪. জাহিলি যুগে কুরাইশ বংশের সতের জন শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে হযরত উমার ফারুক (রা) ছিলেন অন্যতম। ব্যবসায় ছিল তাঁর প্রধান পেশা। জাহিলি যুগেই গোটা আরবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলিম জাহানের খলিফা নিযুক্ত হবার পর তিনি জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার এবং সখু শান্তি বিধানে সচেষ্ট হন। রাতে তিনি নিজেই ছদ্মবেশে মদিনার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। নিজের মাথায় খাদ্যের বোঝা বহন করে ক্ষুধার্ত প্রজাদের বাড়ি পৌঁছে দিতেন। তাঁর শাসনামলে সর্বত্রই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
(ক) হযরত উমার (রা) কখন খলিফা নিযুক্ত হন?
(খ) হযরত উমার ফারুক (রা)-এর পরিচয় দাও।
(গ) হযরত উমার ফারুক (রা) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) 'জনদরদি খলিফা' হিসেবে হযরত উমার ফারুক (রা) কে মূল্যায়ন কর।
২৫. আউলিয়াপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বশির উদ্দিন অনেক বিচার সালিশি করেন। একদিন তার ছেলের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উঠলে তিনি বলেন, আমার ছেলে যুবক মানুষ তার এ সামান্য অন্যায়টুকু আপনারা মাফ করে দিবেন। তখন গ্রামের প্রধান ব্যক্তি হাজি মুসলেহ উদ্দিন তাকে বলেন, চেয়ারম্যান সাহেব এটাকে সামান্য অন্যায় বলছেন কেন? হযরত ওমরের (রা) মতো বিচারক হন। তিনি আইনের ব্যাপারে ছিলেন বজ্রের মতো কঠোর আর মানুষের দুঃখ-কষ্টে ছিলেন পুস্পের মতো কোমল।
(ক) হযরত ওমর (রা) কে?
(খ) "মানুষের দুঃখ কষ্টে ছিলেন পুস্পের মতো কোমল" কথাটি ব্যাখ্যা করো
(গ) হযরত ওমরকে অনুসরণ করেচেয়াম্যান বশির উদ্দিন কীভাবে ন্যায় বিচার কায়েম করবেন?
(ঘ) হযরত ওমরের শাসনব্যবস্থা আলোচনা করো।
২৬. হযরত ওমর (রা) বর্ণনা করেন, 'আমি একদিন মন্দিরে ছিলাম।
মুশরিকরা প্রতিমার নামে বলি দিয়েছিল। হঠাৎ প্রতিমার পেট থেকে একটা আওয়াজ বের হলো 'হে মানুষ! একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। একজন বিশুদ্ধ আরবি ভাষী ঘোষণা করেছে এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপস্য নেই।' মানুষ আওয়াজ পেয়ে ভয়ে পালাল আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। দ্বিতীয়বার আমি একই কথা শুনলাম।' এই ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি ইসলাম কবুল করার পর আল   াহর ওহী আসে 'হে নবি! আপনার জন্য খোদ আল   াহ এবং অনুগত মুমিনগণই যথেষ্ট।'
(ক) হযরত ওমর (রা) কে ছিলেন?
(খ) মহানবি (স) কেন হযরত ওমর (রা)-কে ফারুক উপাধিতে ভূষিত করেন?
(গ) হযরত ওমর (রা) ইসলাম গ্রহণের কারণ কী? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) হযরত ওমর (রা) ইসলাম গ্রহণে ইসলাম আরো শক্তিশালী হয়।' - বিশ্লেষণ করো।
২৭. রাকীব সাহেব ধনী মানুষ। কিন্তু তিনি আল্লাহর পথে দানের ব্যাপারে খুবই কৃপণ। তার এ আচরণ লক্ষ করে মসজিদের ইমাম সাহেব ইসলামে দানের ফযীলাত ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত উসমান (রা)-এর দানের দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেন, "হযরত উসমান (রা) তাঁর অর্থসম্পদ ইসলামের সেবায় উদার হস্তে ব্যয় করেছিলেন।" [নি. প. '০৯]
(ক) কত বছর বয়সে হযরত উসমান (রা) ইসলাম কবুল করেন?
(খ) হযরত উসমান (রা)-কে কেন 'জামিউল কুরআন' বলা হয়?

(গ) সমাজে রাকীব সাহেবের মতো ধনী লোকদেরকে কীভাবে অকাতরে দান করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা যায়?
(ঘ) “হযরত উসমান (রা) তাঁর অর্থসম্পদ ইসলামের সেবায় উদার হস্তে দান করেছিলেন।”-মূল্যায়ন কর।
২৮. শাহীন তার ভাইয়ের কাছে হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে তার ভাইয়া বলেন, মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত উসমান (রা)। তাঁর উপাধি ছিল গণি এবং যুননূরাইন। চৌত্রিশ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের সেবায় তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। তিনি জামিউল কুরআন হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।
(ক) হযরত উসমান (রা) কখন জন্মগ্রহণ করেন?
(খ) হযরত উসমান (রা)-কে গণি এবং যুননূরাইন বলা হতো কেন?
(গ) হযরত উসমান (রা)-এর জীবন থেকে শাহীন অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে কোন দিক গ্রহণ করবে?
(ঘ) ইসলামের সেবায় হযরত উসমান (রা)-এর অবদান মূল্যায়ন কর।
২৯. হযরত উসমান (রা) তৎকালীন সময়ে আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। তিনি ইসলামের খিদমতে ব্যক্তিগত অনেক ধনসম্পদ ব্যয় করেন। হযরত উসমান (রা)-এর দানে খুশি হয়ে মহানবী (স) যে মন্তব্য করেন তা প্রণিধানযোগ্য। রাসূলুল্লাহ (স) খুশি হয়ে বলেন, “আজকের পরে উসমান যদি কোনো ভালো কাজ নাও করে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।”
(ক) রাসূল (স) উপরের মন্তব্যটি কখন করেছিলেন?
(খ) হযরত উসমান (রা)-এর পরিচয় দাও।
(গ) খিলাফত লাভের পূর্বে ইসলামের সেবায় হযরত উসমান (রা)- এর ভূমিকা তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?
(ঘ) কুরআন সংকলনে হযরত উসমান (রা)-এর অবদান মূল্যায়ন কর।
৩০. মাহবুব সাহেব একজন নবনির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান। তিনি সচেতন এবং দায়িত্ববান। দায়িত্বপ্রাপ্তির পর তেকে তিনি সরকারি সাহায্য বিতরনের জন্য গভীর রাতে আপন পর না ভেবে ঘুরে ঘুরে তালিকা তৈরি করেন এবং নিজে তাদের তা যথাযথভাবে পৌঁছে দেন। বিচার শালিসের ক্ষেত্রেওতিনি পক্ষপাতিত্ব না করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সদা সচেষ্টা থাকেন।
(ক) কোন খলিফাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়?
(খ) হযরত উসমান (রা) কে জামিউল কুরআন বলা হয় কেন?
(গ) মাহবুব চেয়ারম্যানের চরিত্রে কোন খলিফার গুণ প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) একজন আদর্শ জনপ্রতিনিধি হতে হলে মাহবুব চেয়ারম্যানকে খলিফাগণের আর কোন কোন গুণ অনুসরণ করতে হবে? আলোচনা করো।
৩১. নিজাম সাহেব একজন ধনী ব্যক্তি, তিনি অযথা আচার অনুষ্ঠান ও
অসামাজিক কার্যকলাপে অর্থসম্পদ অপচয় করেন। তিনি ইসলামের এক খলিফার জীবনী পড়ে জানলেন মানবকল্যাণে মুসলমানদের অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। অতঃপর তিনি মানবসেবামূলক কাজে অর্থ ব্যয় ও কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।
(ক) ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম কী?
(খ) মানব কল্যাণে মুসলামনদের অবদান বলতে কী বোঝ?
(গ) নিজাম সাহেবের অর্থ ব্যয়ের পন্থাটি কী সঠিক? তিনি কীভাবে মানব কল্যাণ করতে পারেন?
(ঘ) নিজাম সাহেবের মানবকল্যাণমূলক কাজ করার সিদ্ধান্তটি ইসলামের দৃষ্টিতে আলোচনা করো।
৩২. শাহীন তার ভাইয়ের কাছে হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে তার ভাই বলেন, মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত উসমান (রা)। তাঁর উপাধি ছিল গণি এবং যুননূরাইন। চৌত্রিশ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের সেবায় তাঁর অবদান ছিল অসাধারণ। তিনি জামিউল কুরআন হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।
(ক) হযরত উসমান (রা) কখন জন্মগ্রহণ করেন?
(খ) হযরত উসমান (রা)-কে জামিউল কুরআন বলা হয় কেন?
(গ) হযরত উসমান (রা)-এর জীবন থেকে শাহীন অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে কোন দিক গ্রহণ করবে?
(ঘ) ইসলামের সেবায় হযরত উসমান (রা)-এর অবদান মূল্যায়ন কর।
৩৩. সাম্প্রতিক সময়ের শাসকদের জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আবুল কালাম সাহেব এক পর্যায়ে বলেন, হযরত আলী (রা) ছিলেন সরলতা ও আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শ। জীবনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। তাঁর ঘরে কোনো চাকর-চাকরানি ছিল না। তাঁর স্ত্রী মহানবী (স)-এর আদরের কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) নিজ হাতে গম পিষতেন। জীবিকার্জনের জন্য হযরত আলী (রা) সর্বদা পরিশ্রমের কাজ করতেন। তিনি জীর্ণ কুটিরে বাস করতেন। মোটা কাপড় পরতেন এবং নিজ হাতে কাজ করতে গর্ববোধ করতেন। তিনি ছিলেন শান্ত, নম্র ও পরোপকারী।
(ক) ইসলামের চতুর্থ খলিফা কে?
(খ) হযরত আলী (রা)-এর পরিচয় দাও।

(গ) হযরত আলী (রা)-এর জীবনযাপন পদ্ধতি তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

(ঘ) হযরত আলী (রা)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।

৩৪. শিক্ষক বললেন, "হযরত আলী (রা) বাল্যবয়সেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরতের রাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মহানবীর (স) বিছানায় শুয়েছিলেন। জ্ঞানের সাধক, অসাধারণ শৌর্যবীর্যের অধিকারী এবং অসম সাহসী যোদ্ধা হয়েও তিনি সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। মহানবী (স) তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন। বিখ্যাত 'কামুস' দুর্গ তিনিই পদানত করেন।

(ক) 'কামুস' দুর্গ কোথায়?

(খ) হযরত আলীকে কেন আসাদুল্লাহ উপাধি দেওয়া হয়?

(গ) হিজরতের রাতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মহানবীর (স) বিছানায় হযরত আলীর (রা) শোয়ার ঘটনা থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায় আলোচনা কর।

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে হযরত আলীর (রা) চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

৩৫. ইসরাইল আহমদ ও আশরাফুল ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করছেন। ইসরাইল আহমদ বলেন, মানুষের ভেতরের ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা কখন প্রবল হয়, মানুষের পশুবৃত্তি কখন শয়তান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এগুলো ইমাম গাযযালী (র) তাঁর গ্রন্থে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। শয়তান কীভাবে মানুষের অন্তরে পশুবৃত্তি জাগিয়ে আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয় - তা তিনি তাঁর বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

(ক) ইমাম গাযযালী (র) কে ছিলেন?

(খ) "আধ্যাত্মিক উন্নতি সকল উন্নতির মূল" ব্যাখ্যা কর।

(গ) ইসরাইল আহমদ ও আশরাফুল ইসলাম কীভাবে আধ্যাত্মিক
উন্নতি লাভ করবে?

(ঘ) মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক হিসেবে ইমাম গাযযালীর অবদান মূল্যায়ন কর।

৩৬. তানভিরের বাবা ঢাকা মেডিকেলে কর্মরত। তিনি একজন শল্য চিকিৎসক। ঐ মেডিকেল কলেজের শল্য চিকিৎসা বিভাগের তিনি প্রধান। তিনি অনেক কঠিন অস্ত্র প্রচারে সফল হয়েছেন। বিদেশেও তার সুনাম আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর তিনি অনেক বই লিখেছেন।

(ক) ইবনে সিনা কে?

(খ) শল্য চিকিৎসা কাকে বলে?

(গ) তানভিরের বাবার সাথে একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানীর দক্ষতার সাদৃশ্য বর্ণনা করো।

(ঘ) তানভিরের বাবার সাথে কোন কোন মুসলিম বিজ্ঞানীর অবদান তুলনা করা যায় বিশ্লেষণ করো।

৩৭. শরিফ ও তারিফ দুই বন্ধু। অবসর সময়ে তারা একদিন চিকিৎসা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল। এক পর্যায়ে শরীফ বলল, চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানদের তেমন কোন অবদান লক্ষ্য করা যায় না। একথা শুনে তারিফ বলল, তোমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তুমি কি আবুবকর আল রাযি, ইবনে সিনা, ইবন-হাইসাম, আলী তাবারী প্রমুখ মনীষীদের নাম শুনেছে? এরা সবাই মুসলিম চিকিৎসাবিদ। শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানই নয়, মানব কল্যাণেও মুসলিম নারী-পুরুষের অবদান অনস্বীকার্য।

(ক) ইবন সিনা কে ছিলেন?

(খ) শল্য চিকিৎসায় আবু বকর আল রাযীর অবদান কী?

(গ) হাসান ইবনে হাইসাম কীভাবে দৃষ্টিশক্তি এবং এর প্রতিসরণ ও প্রতিফলন বিষয়ে গ্রিকদের ভুল ধারণা খন্ডন করেন?

(ঘ) মানব কল্যাণে মুসলিম নারীদের অবদান বিশ্লেষণ করো।

৩৮. সুমাইয়া ও দোলন চিকিৎস বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান প্রসঙ্গে
বিতর্ক করছিল। সুমাইয়া বলল, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো অবদান নেই। দোলন দ্বিমত পোষণ করে বলল, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির মূল মুসলমানদের বিরাট অবদান রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি মুসলিমদের হাতেই স্থাপিত হয়েছিল। ইবনে সিনা হলেন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক।

(ক) 'কানুন ফিততিব্ব' কোন ধরনের গ্রন্থ?

(খ) আল-রাযীকে শ্রেষ্ঠতম মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও শল্য চিকিৎসক বলা হয় কেন?

(গ) প্রমাণ কর, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি মুসলিমদের হাতেই স্থাপিত হয়েছিল?

(ঘ) দোলনের শেষ উক্তিটির বিশ্লেষণ পূর্বক মূল্যায়ন করো?

৩৯. বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে জনাব শাহেদ মিয়া বিখ্যাত চিকিৎসক ইবনে সিনার কথা প্রসঙ্গে বলেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার কানুন ফিততিব্ব একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে জনাব কবীর সাহেব বললেন চিকিৎসা শাস্ত্রে আবু বকর আলরাযী এর অবদান কম নয় তিনি গ্রিকদের চেয়েও উন্নত পন্থায় অস্ত্রোপচার করতেন।

(ক) কিতাবুল মানসুরী গ্রন্থখানি কে প্রণয়ন করেন?

(খ) "চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইবেল" বলতে কী বোঝ?

(গ) বর্তমান শল্য চিকিৎসকগণ আবুবকর আল রাযীর চিকিৎসা ব্যবস্থার কোন দিকগুলো গ্রহণ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলিম মনীষীদের অবদান আলোচনা করো।

৪০. উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী মিতু। সে রসায়ন বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী। একদিন মিতুর বাবা মিতুর কাছে জাবির ইবন হাইয়্যান (রা) সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সে কিছুই জানে না বলে দুঃখ প্রকাশ করল। মিতুর বাবা বললেন, যাঁদের অবদানে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও উন্নতি সম্ভব হয়েছে তাঁদের মধ্যে মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবন হাইয়্যান অন্যতম। তিনি ছিলেন ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ।

(ক) জাবির ইবন হাইয়্যান-এর জন্মস্থান কোথায়?

(খ) জাবির ইবন হাইয়্যানকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ বলা হয় কেন?

(গ) জাবির ইবন হাইয়্যান-এর জীবন থেকে মিতু কী শিক্ষালাভ করতে পারে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জাবির ইবনে হাইয়্যান-এর অবদান
মূল্যায়ন কর।

→♦←